উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৮ মাঘ ১৪২৫ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 12 February 2019 Tuesday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

প্রিয়াঙ্কার রোড শো বারোর পাতায়

ভোটারকার্ড, আধারকার্ড জালিয়াতি শহর ও মহকুমায়

পাহাড়গুমিয়া চা বাগানে প্রতারণা

মহম্মদ হাসিম ● ফাঁসিদেওয়া

১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আধারকার্ড তৈরি করতে গিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন পাহাড়গুমিয়া চা বাগান এলাকার বাসিন্দারা। নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে পাহাড়গুমিয়া চা বাগান। সেখানে আধারকার্ড, প্যানকার্ড বানিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু লোক গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দু'হাজার থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত নিচ্ছে। এর পেছনে একটি প্রতারণাচক্র কাজ করছে বলে অভিযোগ। এখন মোবাইল, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বা অন্য সরকারি পরিসেবার ক্ষেত্রে আধার নম্বর লিংকের প্রয়োজন হয়।

চা শ্রমিকদের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় প্রভিডেন্ট ফান্ড তোলার ক্ষেত্রে। পিএফ অফিসে আধারকার্ডের জন্ম তারিখে দিন এবং মাস থাকা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকের আধারকার্ডে জন্ম তারিখের জায়গায় শুধু সাল দেওয়া আছে, দিন এবং মাসের নাম দেওয়া নেই। এক্ষেত্রে সব আধারকার্ডই সংশোধন করতে হচ্ছে। নতুন আধারকার্ড তৈরি করা হোক কিংবা পুরোনো আধারকার্ড সংশোধন করাই হোক সবক্ষেত্রেই অনেক বেশি টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ কচ্ছুয়া, সমরূপ কিষান, বেণীলাল মুন্ডা, সংযুক্ত টোপ্পো বলেন, 'মালবাজার থেকে দুজন লোক সপ্তাহে একবার গ্রামে আসেন এবং আমাদের কাছ থেকে নতুন আধারকার্ড, প্যানকার্ড করার জন্য এবং পুরোনো আধারকার্ড সংশোধনের জন্য দু'হাজার থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে যান। কিন্তু এইসব আধারকার্ড কোনো কাজে লাগছে না। সরকারি কাজের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।'

পাহাড়গুমিয়া চা বাগানের রায়কোটা লাইনের বাসিন্দা সঞ্জীব নাগ, সুনীল টিগ্গা, সুষমা কেরকেট্টা বলেন, তাঁরা আধারকার্ডের জন্য ফাঁসিদেওয়া ব্লক অফিস কিংবা স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে গেলে সেখান থেকে তাঁদের নকশালবাড়ি কিংবা বাগডোগরায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে গেলেও আধারকার্ড হয় না। প্রশাসনের তরফে আধারকার্ডের জন্য এখানে কোনো ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ। এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে স্থানীয়দের প্রতারণা করা হচ্ছে। এরপর আটের পাতায়

প্রভাত প্রধান- কালিম্পং

আমার মোটর সাইকেল অ্যাক্সিডেন্টের পর আমাকে মাঝরাতে ডিসান শিলিগুড়িতে ভর্তি করল। ওই সময় 3 জন স্পেশালিস্ট ডাক্তার 5 ঘন্টা অপারেশান করে ব্রেন থেকে ব্লাড ক্লট বার করে, থাই বোনে টাইটেনিয়াম প্লেট বসায়। ডিসান আমার জীবন বাঁচিয়ে দিল। এখন আমি স্বাভাবিকভাবে হাঁটছি।

DESUN HOSPITAL SILIGURI 24hrs EMERGENCY 90516 40000

শিলিগুড়িতে ঃ মেডিকেল কলেজের পাশে

আধারকার্ড নিয়ে প্রতারণার শিকার। –সংবাদচিত্র

ভুয়ো ভোটারকার্ড তৈরির চক্র শহরে

রাহুল মজুমদার ● শিলিগুড়ি

১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভুয়ো ভোটারকার্ড তৈরির চক্র সক্রিয় শিলিগুড়িতে। অভিযোগ, মোটা টাকা ফেললেই হাতে মিলছে ভোটারকার্ড। ভারতীয় পদবি ব্যবহার করে বাংলাদেশ সহ ভিন দেশের মানুষকে এদেশের নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিলিগুড়ির মাটিগাড়া, বাগডোগরা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় চক্র সক্রিয়। সম্প্রতি শিলিগুড়ির মহকুমাশাসকের দপ্তরে এই সংক্রান্ত একটি অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে মহকুমাশাসকের দপ্তর। শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া থানার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের উজানু শিবনগরের ২২ নম্বর পার্টে বাংলাদেশি এক যুবকের ভুয়ো ভোটার আইডি তৈরির অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশের ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট শাখার কৃষি ব্যাংকের কর্মী ওই যুবক। অভিযোগ, শিবনগরের স্থানীয় বাসিন্দা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের ওই যুবকের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে ভোটারকার্ড বানিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। অভিযোগ, তার বিনিময়ে অভিযুক্তরা মোটা টাকা নিয়েছে। অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরেই এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। এর আগেও বহু বাংলাদেশিকে এই কায়দায় ভারতীয় ভোটারকার্ড তৈরি করে দিতে তারা সহায়তা করেছে। শুধু এই দুজনই নয়, এই কারবারে আরও অনেকেই যুক্ত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কার্ডপ্রতি দশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মহকুমাশাসকের দপ্তরে অভিযোগ

কিন্তু বড়ো কোনো মাথা পিছনে না থাকলে সাধারণ দুজনের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয় বলেই মনে করছে প্রশাসনের একটা অংশ। এর পিছনে বড়ো চক্র কাজ করছে বলে মনে করছেন সরকারি কর্তারা। ঘটনায় সরকারি দপ্তরের কর্মীদের জড়িত থাকার আশঙ্কাও করছেন তাঁরা। সম্প্রতি এই ধরনের একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে শিলিগুড়ির মহকুমাশাসকের কাছে। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করেছে মহকুমাশাসকের দপ্তর। মহকুমাশাসক সিরাজ দানেশ্বর নিজে বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছেন। মাটিগাড়া গিয়ে খোঁজ করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। অভিযুক্তদের একজন সম্প্রতি একটি অন্য মামলায় জেল হেপাজতে রয়েছে। তবে যাঁরা ওই দুজনের নামে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ। এরপর আটের পাতায়

সেবকে পর্যটন দপ্তরের নয়া পরিকল্পনা

সেবক, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সেবককে ঘিরে এবার পর্যটনের নতুন ডেস্টিনেশন। পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে সেবকে প্রায় ৪০ একর জমির উপর তৈরি হবে কটেজ। উদ্দেশ্য, পর্যটকরা সেবকে অন্তত কিছুদিন কাটিয়ে এখান থেকে বেঙ্গল সাফারি, গজলডোবার ভোরের আলো ঘুরে দেখতে পারেন। পুরো প্রকল্পটি মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতির জন্য পাঠানো হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই বছরই রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে জায়গা পেতে চলেছে সেবক।

শিলিগুড়ি থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে সেবককে ঘিরে নতুন স্বপ্ন দেখছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। শিলিগুড়ির খুব কাছে, বেঙ্গল সাফারি থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে থাকা কালিম্পং যাওয়ার রাস্তায় সেবক গোটা দেশে সেখানকার কালীমন্দিরের জন্য পরিচিত নাম। কারণ সেবক হয়ে যাঁরা কালিম্পং বা সিকিমে গিয়েছেন তাঁরা সেবকেশ্বরী কালীমন্দিরে পুজো দেননি, এমন পর্যটকের সংখ্যা খুবই কম। সেই কারণে কালীমন্দিরের খুব কাছেই ডিআই ফান্ডের জমি দেখা হয়েছে। যে জমিতে

৪০ একর জমিতে কটেজ, ওয়াচ টাওয়ার, খেলার জায়গা

শুধু কটেজই নয়, প্রচুর গাছ লাগিয়ে এলাকাটি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হবে। কালিম্পং যাওয়ার পথে বেশ কয়েকবার মুখ্যমন্ত্রীও ওই জায়গা দেখেছেন। তখন থেকেই পরিকল্পনা হয় সেবককে ঘিরে নতুন টুরিস্ট ডেস্টিনেশনের। পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগেই তা তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

এদিকে বেঙ্গল সাফারির অদূরে লালটংবস্তি, চমকডাঙ্গিতেও ১৫টি কটেজ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে পর্যটন দপ্তর। তবে এবার সেবকেশ্বরী কালীমন্দির ও শিবমন্দির এলাকাও যাতে পর্যটকদের রাত কাটানোর ঠিকানা হয়, সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এরপর আটের পাতায়

অশান্তিতে ব্যাহত হতে পারে রাজ্যের উন্নয়ন

রহিত বসু

১১ ফেব্রুয়ারি ঃ এই রাজ্যে একসঙ্গে দু'রকম জিনিস চলছে। স্বপ্ন ফেরি করছে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট। আম্বানি, আদানি, জিন্দালদের লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের আশ্বাস, লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি। আর অন্যদিকে খুনজখম, দলের কোন্দল বাইরে টেনে এনে বোমা-গুলি। যেন আলো এবং অন্ধকারের স্বাভাবিক সহাবস্থান।

এই তো মেদিনীপুরের ঘটনার কথাই ধরুন না কেন! শহরের কেন্দ্রে খাপরেল বাজার। রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ দুজন দুষ্কৃতী মোটরবাইকে চড়ে এল, সাত-আট রাউন্ড গুলি ছুড়ল এবং যেমনভাবে এসেছিল তেমনভাবে পালিয়ে গেল। স্থানীয় মানুষ বলছেন, বাজার এলাকার দখল নিয়ে দুষ্কৃতীদের দুটি দলের বিরোধ। একবার নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ঘটনার কথা ভাবুন। একজন এমএলএ ভর সন্ধ্যাবেলায় পুজো উদ্বোধন করতে গেলেন, ওখানেই গুলি খেয়ে মরে গেলেন। অত ভিড়ে কেউ নাকি বুঝেই উঠতে পারল না, কে গুলি করল এবং কীভাবে পালিয়ে গেল! এখন তো শুনছি, মালদার কংগ্রেস বিধায়করা নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশ সুপারের কাছে দরবার করছেন। কোচবিহারে সাংসদ-বিধায়কদের চিঠি দিয়ে সতর্ক করছে পুলিশ। নদিয়ার অনেক নেতা কলকাতায় গিয়ে থাকার কথা ভাবছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সে তো নেতারা নাহয় যেখানে খুশি থাকতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ কী করবেন? তাদের অফিসকাছারি থেকে ফিরতে হয়, বাড়ির ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউশনের জন্য বাইরে যাতায়াত করতে হয়।

এই তো দিনহাটায় দেখুন, বছরভর গোলমাল। আর সব নিজেদের ব্যাপার। সাধারণ মানুষ বোঝেন, এর মধ্যে নিশ্চয়ই পয়সাকড়ির ব্যাপার আছে। নাহলে কীসের জন্য আর এত গোলমাল হবে? এখানে তো আর দেশপ্রেমিকরা স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়ছেন না। এখন আমি ভাবি, যেসব নেতা এখানে আছেন, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের স্লোগান তাঁদের মাথায় ঢোকে কিনা! না কি মানুষের কল্যাণের তুলনায় নিজেদের উন্নয়নের ভাবনায় তাঁরা বেশি মগ্ন? এখন দিনহাটার কালচার আলিপুরদুয়ারেও ছড়াচ্ছে। সেখানে কোন্দলে খুন হয়ে গিয়েছেন তৃণমূলের একজন। মালদা, দিনাজপুরেও গোলমাল লেগেই রয়েছে। শাসকের কোন্দল এখন সূর্য পূর্বদিকে ওঠার মতোই সত্য।

মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু জানেন, মানুষ তাঁর কাছে কী চান- দু'বেলা পেটপুরে ভাত চান, কাজের সুযোগ চান, সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চান এবং শান্তিতে বাঁচতে চান। সেই কারণেই শিল্পায়নে তাঁর এত আন্তরিক প্রচেষ্টা। হতে পারে, প্রতি বছর বাণিজ্য সম্মেলনে যত বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি আসছে বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন নেই। হতে পারে, সেই প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে যত কর্মসংস্থানের কথা বলা হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। কিন্তু তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টাকে খাটো করা যায় না। যদিও রাজ্যের উন্নয়ন এবং শিল্পায়নে মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর দলের নেতা ও কর্মীদের ভূমিকা খাপ খায় না। তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল এবং সংঘর্ষের চেহারা দেখে বোঝা যাবে না, সেই দলের নেত্রীর অগ্রাধিকার কী।

সকলেই বোঝেন, সন্ত্রাস এবং উন্নয়ন যেমন পাশাপাশি চলতে পারে না, তেমনই হিংসার পরিবেশে বিনিয়োগও আসতে পারে না। কিন্তু রাজনৈতিক হিংসা এবং শাসকের কোন্দলের মোকাবিলায় পুলিশ ও প্রশাসন কেন যে মাঝে মাঝে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, কে জানে! হালচাল দেখে মনে হয় জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা যেন মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারছেন না। নেতাও যদি না বোঝেন, প্রশাসনের কর্তারাও যদি না বোঝেন তবে মুখ্যমন্ত্রীর যাবতীয় উদ্যোগ ব্যাহত হবে। এমন উদাসীনতা দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারীদের কাছে নেতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেবে। বছর বছর যতই শিল্প সম্মেলনের আয়োজন হোক না কেন মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা ও প্রশাসনের ভূমিকা খাপ না খেলে কোনো কাজই হবে না। এমন চলতে থাকলে তা রাজ্যের এবং সাধারণ মানুষের ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। এখন নেতারা তা বুঝলে হয়!

দেশনায়কের পথে

লিখেছেন ঃ অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

বারোর পাতায়

আজও জেরা করা হবে রাজীব কুমারকে

নিউজ ব্যুরো

১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সারদা কেলেঙ্কারি মামলায় সুপ্রিমকোর্ট নজরদারি চালাবে না। এই সংক্রান্ত একটি আবেদন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সোমবার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ বলেছে, সারদা কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত তদন্ত যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলবে। ওই তদন্ত প্রক্রিয়ায় সুপ্রিমকোর্ট হস্তক্ষেপ করতে চায় না। বিচারপতিরা বলেন, 'সারদা বা ওই ধরনের বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার তদন্তে সুপ্রিমকোর্টের নজরদারির কোনো প্রয়োজন নেই।' সারদা চিটফান্ড দুর্নীতির তদন্ত সুপ্রিমকোর্টের নজরদারিতে করার আবেদন জানিয়েছিলেন ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীরা।

অন্যদিকে, শিলংয়ে সিবিআই কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে জেরা করার পর অনেক তথ্য সামনে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে রাজীব কুমারকে মঙ্গলবারও জেরার জন্য ডাকা হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। রবিবার জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে তিনি কী বলেছেন, তার একটি কপি, রাজীব কুমারের হাতে দিয়ে বলা হয় তিনি যেন প্রতিটি পাতায় সই করে দেন। রাজীব কুমার সিবিআই কর্তাদের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ পর্বটি যাতে ভিডিয়ো করে রাখার হয়। কিন্তু সিবিআই জানিয়ে দেয় এটি তাদের নিয়ম নয়। জানা গিয়েছে, রাজীব কুমার সিবিআই গোয়েন্দাদের বলেছিলেন, প্রয়োজনে তিনি সারারাত তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁকে যেন জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব থেকে তাড়াতাড়ি অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু সিবিআইয়ের কর্তারা তাঁকে জানিয়ে দেন, এখনও তাঁদের প্রচুর প্রশ্নের উত্তর পাননি। কাজেই, ওই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও অনেক সময় প্রয়োজন। এদিকে, সোমবার সাড়ে সাতটা নাগাদ কুণাল ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।